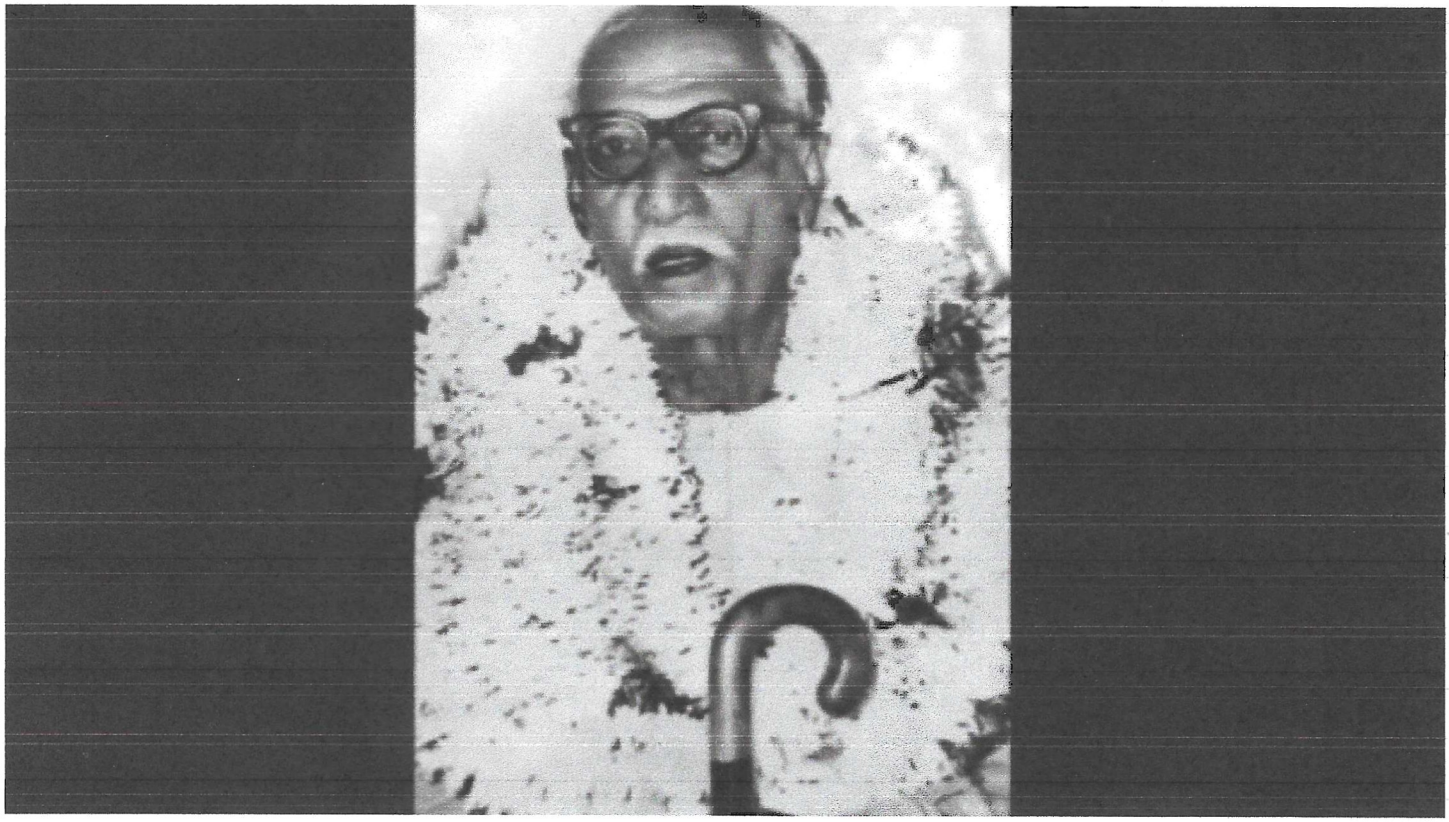


মো: নাঈমুজ্জামান নাঈম

"আমার পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, আমি ভাইদের মধ্যে ছিলাম সর্ব কনিষ্ঠ, আমার পড়ার খরচের কোন অভাব ছিল না, আমি ছাত্র ও খারাপ ছিলাম না, ভাল ছাত্রের মধ্যে গণ্য ছিলাম। তথাপি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি লাভ করতে পারি নাই" এই কথাগুলো বলেছিলেন বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

ব্রিটিশ বিরোধী, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার উছমানপুর ইউনিয়নের কাপাশাটিয়া গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্দ ২১ বৈশাখ, ইংরেজী ১৮৮৯খ্রি. সনে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দূর্গাচরণ চক্রবর্তী ও মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। ৬ ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল ত্রৈলোক্য মোহন চক্রবর্তী। তাঁর ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট একটি পত্র আসে। তাতে লেখা ছিল ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী আপনার বিদ্যালয়ের ছাত্র-রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে..... ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেই চিঠি ও চিঠির উত্তরের প্রেক্ষিতে তাঁর নামে 'মোহন' শেষে 'নাথ'-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়। উড়িষ্যার পুরিতে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ছদ্মনামে বাস করেন।

তিনি ১৯০৮সন হইতে ১৯৪৬সন পর্যন্ত ৩০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছে। ৪/৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছেন। ১৯১৬-১৭ (tel:191617) সনে আন্দামানের বারিন বাবু, পুলিন বাবু, সাভার খাঁর ভ্রাতৃদ্বয় ভাই পরমানন্দ, জোয়ালি সিং, পৃথ্বিসিং গুরুমুখ সিং, পন্ডিত পরমানন্দ, মোস্তফা আহমেদসহ এমন অনেক গুণীজনদের সাথে তাঁর ভাল সর্ম্পক ছিল। ১৯২৫-২৬ (tel:192526) সনে ব্রহ্ম দেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে কাটাইয়াছেন। কিশোরগঞ্জের এই মহান বিপ্লবী পুরুষ বহুল আলোচিত আন্দামান জেলেও কারাবাস করেছেন দীর্ঘকাল ১০ বৎসর। ১৯১৪ সালে কলিকাতায় গ্রেফতার এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে আন্দামানে প্রেরিত হয়। ১৯২৮ খ্রি. জেল থেকে মুক্তি পেয়ে উত্তর ভারতে যান ও চন্দ্রশেখর, আজাদ প্রমুখের সাথে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে যোগ দেন। বিপ্লবী দলের আদেশে বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগের জন্য সেখানে গমণ করেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে যোগাযোগ করে রামগড় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে ''ভারত ছাড়'' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার বরণ, ১৯৪৬ সনে মুক্তি, ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর ঢাকার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। দেশপ্রেমিক ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বহুগুণের অধিকারী ছিলেন।

ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোতেও তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি ৮ আগস্ট ১৯৭০ খ্রি. একুশ জনপদ রোডে সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ মধু বাবুর বাড়িতে এক প্রীতিভোজের আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর অনুরোধ, আগ্রহ পরিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৯ আগস্ট ১৯৭০ খ্রি. রাত ৩টা ২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দিল্লির ঐতিহাসিক রাজ মাঠে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়।

শেয়ার করুন

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpkagoj.com%2Farchives%2Fcountry%2F537635%2F) (https://twitter.com/share?text=%E0%A6%86%E0%A6%9C+%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=আজ বিপ্লবী মহানায়ক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর ১৩৪ তম জন্ম বার্ষিকী&url=https://pkagoj.com/archives/country/537635/) (http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fpkagoj.com%2Farchives%2Fcountry%2F537635%2F&media=https://pkagoj.content/uploads/2023/05/err.jpg&description=%E0%A6%86%E0%A6%9C+%E0%A6%AC%E0%A6+https%3A%2F%2Fpkagoj.com%2Farchives%2Fcountry%2F537635%2F)

এই ক্যাটাগড়ির আরো খবর ()